দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ২৪-০৪-২০২২ (পৃঃ ০৯)

গোবিন্দগঞ্জে ব্লাস্ট রোগে বোরোর ব্যাপক ক্ষতি

রবিউল কবির মনু, গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) থেকে

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় উঠতি বোরো ধানের বেশ কিছু ক্ষেতে ব্যাপক আকারে ব্লাস্ট রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে ব্যাপক ফসলহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মাত্র দুই-তিন দিন সময়ের মধ্যে শীষ বের হওয়া কাঁচা ধান গাছ হঠাৎ করে হলুদ বর্ণ ধারণ করে শুকিয়ে যাওয়ায় চাষিরা পোকার আক্রমণ বললেও কৃষি বিভাগ এটিকে ব্লাস্ট রোগ বলে চিহ্নিত করেছে। অসময়ে হঠাৎ এ রোগের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এখানকার কৃষকরা।

ওই এলাকার চাষিরা অভিযোগ করেন, গত দুই সপ্তাহ ধরে উপজেলার বোরো ধানের ভান্ডার বলে খ্যাত বিল এলাকা মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নের জীবনপুর, পুনতাইড়, শিংজানী, বালুয়া, চরপাড়াসহ বিভিন্ন গ্রামের বোরো ধানের ক্ষেতে পোকার আক্রমণে শীষ শুকিয়ে যাওয়া শুরু হয়। অসময়ে এই রোগের আক্রমণে এলাকার শতাধিক বিঘার ধান নষ্ট হয়েছে ইতোমধ্যে। এর মধ্যে কৃষি বিভাগের কোন কর্মকর্তা বা কর্মীকে তারা পাশে না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ৪০ বিঘা জমির মধ্যে ২০ বিঘার ধানক্ষেত সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে শিংজানী গ্রামের কৃষক ইয়াকুব আলীর। তিনি বলেন, কৃষি বিষয়ে পরামর্শ বা সহযোগিতা দূরে থাক, এই এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কাউকেই আমরা চিনি না। একই গ্রামের আবু তাহেরের চার বিঘা, রেজাউল করিমের তিন বিঘা, আজাহার আলী ও শাকিলা বেগমের তিন-চার বিঘা করে জমির ধান কয়েক দিনের মধ্যেই শুকিয়ে গেছে। তারা অভিযোগ করেন, কৃষি বিভাগের লোকজন এখানে আসেন না। তাই আমাদের বাজারের কীটনাশক ও সারের দোকানীদের পরামর্শ নিয়ে জমির পরিচর্যা করতে হয়। ফলে জমিতে কখন কোন ওষুধ দিতে হয়, আমরা জানি না।

মহিমাগঞ্জ ইউনিয়নের শিংজানী ও বালুয়া গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, বেশ কিছু ক্ষেতের ধান শুকিয়ে হলুদ বর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে ধান পেকে আছে মনে হলেও কাছে গিয়ে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। সেখান থেকে টেলিফোনে উপজেলা কৃষি অফিসে বিষয়টি জানালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি দল তাৎক্ষনিক সেখানে উপস্থিত হন। তারা জানান, কোন পোকা নয়, ধান ক্ষেতগুলোতে ব্লাস্ট রোগ আক্রমণ করেছে। চাষে নিরুৎসাহিত করার পরও যে কৃষকরা ব্রি-২৮, ব্রি-৮১ এবং কাটারিভোগ নামের অননুমোদিত জাতের ধান চাষ করেছেন সেই ক্ষেতগুলোতেই কেবল ব্লাস্ট রোগ আক্রমণ করেছে। বালুয়া গ্রামের কৃষক ফেরদৌস আলম আভিযোগ করে বলেন, কৃষি বিভাগের সঠিক নজরদারি না থাকায় মেয়াদোত্তীর্ণ এই জাতগুলোর ধান চাষ থেকে চাষিরা ফিরে না আসতে পারছেন না। পুরনো ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাবিহীন জাতের ধান চাষ করে বারবার ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন চাষিরা।

দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ২৪-০৪-২০২২ (পৃঃ ০৯)

ধানে অর্ধেকের বেশি চিটা কৃষকের মাথায় হাত

শহীদুল ইসলাম পলাশ, কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের ইটনা হাওরে কৃষকের পাকা ধানের জমি তলিয়ে যাওয়ার পর জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার বড় হাওরে আগাম জাতের ব্রি-২৮ ধানে ব্যাপক চিটা দেখা দিয়েছে। ধানের জমিতে দুই-তৃতীয়াংশ চিটা দেখে মাথায় হাত পড়েছে বোরো চাষিদের। কৃষি বিভাগ বলছে, প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর জমির ধান চিটা হয়ে গেছে। চাষিদের ধানের জাত নির্বাচন, কৃষি বিভাগের পরামর্শ না নেওয়া ও রোপণের ভুলের কারণেই এমনটি হয়েছে বলে তাদের দাবি।

কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, অষ্টগ্রামে এবার বোরোর আবাদ হয়েছে ২৪ হাজার ৪০০ হেক্টর জমিতে। এর মধ্যে ব্রি-২৮ ধানের জমির পরিমাণ ৩ হাজার ৫০০ হেক্টর। এর মধ্যে অন্তত আড়াই হাজার হেক্টর জমির ধানে কমবেশি চিটা হয়েছে। এ ছাড়া কোনো কোনো জমির ধান নেক ব্লাস্ট রোগে সংক্রমিত হয়েছে। ব্যাপকভাবে ফসল হারিয়েছেন এমন অধিকাংশ কৃষকের ধান রোপণের সময় সংক্রান্ত জটিলতা আছে। আবার যেসব জমিতে চিটা নেই, তার সব কটির পেছনের গল্প সময়মতো রোপণ ও সঠিক পরিচর্যা। প্রতি হেক্টর জমির ব্রি-২৮ ধানের স্বাভাবিক ফলন ছয় থেকে সাত টন। ধারণা করা হচ্ছে, চিটার কারণে অন্তত পাঁচ হাজার টন ফসল কম হতে পারে।

কৃষি বিভাগ সূত্র আরও জানায়, ব্রি-২৮ আগাম জাতের ধান। অন্য জাতের ধান চাষে ১৫০ দিন লাগলেও ব্রি-২৮ ধান ১৩৫ দিনেই কাটা যায়। বিশেষ করে নদী তীরবর্তী জমির কৃষকরা এ ধান চাষ করেন। উজানের ঢল বা নদীর পানি বেড়ে গেলে তলিয়ে যাওয়ার শঙ্কা থাকে। সে কারণে আগে রোপণ করে ফলন আগে ঘরে তোলার জন্য ব্রি-২৮ আদর্শ। তবে এ ধান স্পর্শকাতরও। বীজতলা থেকে শুরু করে রোপণ পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি সময় ধরে ধরে সম্পন্ন করতে হয়। ব্যতিক্রম হলে ফলন কমে যায়।

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম

২৫০০ হেক্টর জমির ধানে কমবেশি চিটা

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, এবার নভেম্বরের শুরু থেকে হাওরের পানি দ্রুত শুকাতে শুরু করে। সম্ভাব্য সেচ দুর্ভোগ কমাতে অনেক কৃষক আগাম বীজতলা ও রোপণ দুই-ই করে ফেলেন। যেসব কৃষক আগেভাগে ধান রোপণ করেছেন, তাদের জমিতে চিটা হয়েছে বেশি। হাওরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। এবার দিনের তাপমাত্রা ঠিক থাকলেও রাতে কমে যেত। কখনো কখনো কুয়াশা পড়ত। এ ধরনের আবহাওয়ায় ধানের পরাগায়ন ব্যাহত হয়। অষ্টগ্রাম কৃষি বিভাগ জানায়, উপজেলার আট ইউপির মধ্যে কাস্তুল ও দেওঘর ইউনিয়নে চিটার হার সবচেয়ে বেশি। দেওঘর ইউনিয়নে এবার ৮৮২ হেক্টর জমিতে বোরোর আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে ব্রি-২৮ ধান চাষ করা হয় ২২৫ হেক্টর জমিতে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শহীদুল ইসলাম বলেন, 'হাওরের ফসল ফলানো মূলত 'জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ' এরকম। কৃষকরা যদি সময়ের আগে ধান রোপণ করে তাহলে চিটা হয়ে যায়, আবার পরে রোপণ করলে পানিতে তলিয়ে যায়। এক্ষেত্রে কৃষকদের সঠিক সময় ও জাত নির্ধারণ করা একান্ত জরুরি।' তিনি আরও বলেন, 'ধানের থোড় বের হওয়ার সময় যদি রাতের তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির কম হয় তাহলে ধান চিটা হয়ে যায়। আবার ধানের শীষ সম্পন্ন হওয়ার সময় যদি অতিরিক্ত তাপমাত্রা অর্থাৎ ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয় তাহলে ওই সময়ের সব ধান চিটা হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ধানের চারার বয়স ও কৃষি বিভাগের পরামর্শ নিয়ে রোপণ করতে হবে। অষ্টগ্রামের অনেক কৃষক কৃষি কার্যালয়ের এসব পরামর্শ শোনেননি।'

Sangbad Online
সংবাদ
প্রকাশনার ৬০ বছর
তারিখঃ ২৩-০৪-২০২২ (পৃঃ ০৭)

কেশবপুর (যশোর) : ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে চিটা হয়ে যাওয়া কৃষকের ধান ক্ষেত —সংবাদ

কেশবপুরে ব্লাস্ট আক্রান্ত ব্রি-২৮ ধান : সর্বস্বান্ত শত শত কৃষক

শামসুর রহমান, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুরে চলতি বোরো মৌসুমে ব্রিধান-২৮ জাতের ধান আবাদ করে কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়েছে। রোপণের মাঝামাঝি সময়ে গোড়া পোচা রোগ, শেষ মুহূর্তে ব্লাস্ট ও কারেন্ট পোকার আক্রমনে এ ধানের ফলন বিপর্যয় ঘটেছে বলে কৃষকরা অভিযোগ করেছে। চিটার পরিমান বেশী হওয়ায় বিঘাপ্রতি ১০ মন ধানও না হওয়ায় কৃষকের মাথায় হাত উঠেছে। উপজেলা কৃষি অফিসের ভাষ্যমতে, এ ধানের বয়স বেশী হয়ে যাওয়ায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। যে কারণে কৃষকদের এধান আবাদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কৃষকরা জানান, প্রায় দুই যুগ ধরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রিধান- ২৮ জাতের ধান এ উপজেলায় আবাদ হয়ে আসছে। ভাত সুস্বাদু, স্বল্প জীবনকাল, উচ্চ ফলনশীল ও বাজার দর বেশি হওয়ায় এজাতটি কৃষকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। গত ৪/৫ বছর ধরে এ ধান বিভিন্ন রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত হলেও কৃষকরা অদ্যাবধি আবাদ থেকে মুখ ফেরাইনি।

বাউশলা গ্রামের কৃষক কামরুল ইসলাম জানান, তিনি চলতি মৌসুমে ৩০ শতক জমিতে ব্রিধান-২৮ জাতের ধান আবাদ করেন। ধান রোপণের বয়স ২৫/৩০ দিন হলেই ক্ষেতে গোড়াপচা বা খোলপচা রোগের প্রদুর্ভাব দেখা দেয়। ক্ষেতে ব্লাস্ট রোগের প্রতিষেধক স্প্রে করার পরও ধানের শীষ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধিকাংশ শীষ সাদা হয়ে চিটা হয়ে গেছে। এছাড়া ধান কাটার মুহূর্তে কারেন্ট পোকার আক্রমন দেখা দেয়। যে কারণে বিঘা প্রতি ১০ মন ধানও ঘরে তুলতে পারেনি। তারমত গ্রামের মতলেব আলী, হাবিব মোড়লসহ অনেকেই এধান আবাদ করে সর্বস্বান্ত হয়েছে। শুধু বাউশলা গ্রামের কৃষকরাই নয় এ ধানের আবাদ করে উপজেলার প্রতিটি গ্রামের কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম খান বলেন, এজাতটি জনপ্রিয় হলেও এর বয়স বেশী হয়ে গেছে। বর্তমান আবহাওয়ায় এ ধানের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেছে। কৃষকদের এ ধান আবাদ করতে নিষেধ করা হলেও তারা শুনছে না। ক্ষেতের কারেন্ট পোকা দমনে লগোপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ধান খেতে এ পোকা যাতে আবাসস্থল গড়ে তুলতে না পারে তার জন্যে খেতে ধান রোপণের সময় ২ লাইন অন্তর ১ ফুট ফাঁকা (লগোপদ্ধতি) রাখতে হবে। এরপরও আক্রমন বেশী হলে পাইরাজিন, মিটসিন-৭৫ ডব্লিউপি, সফসিন-৭৫ ডব্লিউপি এর যে কোন একটি কীটনাশক প্রয়োগ করলে এ পোকা সহজেই দমন করা যায়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ঋতুরাজ সরকার বলেন, এ উপজেলার ১১ ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় এ বছর ইরি-বোরো আবাদ হয়েছে ১৪ হাজার ৫শত ২০ হেক্টর জমি। এরমধ্যে শুধু ৩ হাজার ৭শ ২৩ হেক্টর জমিতে ব্রিধান-২৮ জাতের ধান আবাদ হয়েছে। এ জাতের ধান আবাদ না করার জন্যে কৃষকদের বলা হচ্ছে। বর্তমান মাঠে আবাদকৃত চিকন জাতের ব্রিধান-৬৩, ব্রিধান- ৮৮ ও মোটা জাতের ধান ব্রিধান-৭৪ জাতের ধানের ফলন এর থেকে অনেক বেশি। এসব ধানের বাজার দরও বেশি, ভাত খেতে সুস্বাদু।

সমকাল

তারিখঃ ২৩-০৪-২০২২ (পৃঃ ০৭)

ভেজাল বীজে প্রতারিত

■ কেশবপুর (যশোর) প্রতিনিধি

কেশবপুরে বোরো মৌসুমে বিএডিসির ব্রি-৬৩ জাতের ধান আবাদ করে প্রতারিত হয়েছেন কৃষকরা। বিএডিসির ভিত্তি বীজে ভেজাল থাকায় তারা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

ক্ষেতের প্রায় ২৫ শতাংশ জমিতে অন্য জাতের ধান শনাক্ত করেছে উপজেলা কৃষি অফিস। কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ক্ষতিপূরণ চেয়ে জেলা বিএডিসির বীজ বিপণন উপপরিচালককে চিঠি দিয়েছেন।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বোরো মৌসুমে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অর্থায়নে মজিদপুর ইউনিয়নের বাগদহা-দেউলী বিলে ও ত্রিমোহিনী ইউনিয়নের মির্জানগর বিলে গ্রুপ চাষি পর্যায়ে প্রায় ৩০ বিঘা জমিতে বিএডিসির ব্রি-৬৩ জাতের ধান আবাদ করা হয়। তবে ধানের শিষ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকের মাথায় হাত। ব্রি-৬৩ জাতের ধানের শিষ বের হওয়ার আগেই ক্ষেতের ২৫ শতাংশ ধানে অন্য জাতের শিষ বের হয়ে যায়। যার অধিকাংশই ব্রি-২৮ জাতের ধান।

উপজেলার বাগদহা গ্রামের কৃষক ইনামুল ইসলাম বলেন, কৃষি অফিস থেকে বিঘাপ্রতি পাঁচ কেজি করে বিএডিসির ব্রি-৬৩ জাতের ধানের ভিত্তি বীজ দেওয়া হয়। ১৫ বিঘা জমিতে এ ধানের বীজ আবাদ করলে ২৫ শতাংশ ব্রি-২৮ জাতের ধানের মিশ্রণ ধরা পড়ে। ভিত্তি বীজ উৎপাদনের জন্য কৃষি অফিসের পরামর্শে এ ধান আবাদ করা হয়েছিল। ধানে ভেজাল থাকায় বীজ উৎপাদন থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছেন তিনি। এতে তাকে আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে।

উপজেলার মির্জানগর গ্রামের কৃষক আবদুস সাত্তার বলেন, ১৫ বিঘা জমিতে বিএডিসির ব্রি-৬৩ জাতের ধানের ভিত্তি বীজ আবাদ করে প্রায় অর্ধেক অন্য জাতের ধান হয়েছে। এ ধান থেকে আর বীজ উৎপাদন সম্ভব নয়। এমন ভেজালে মাথায় হাত উঠেছে।

মজিদপুর ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাজমুল আলম বলেন, ব্রি-৬৩ জাতের ধানের আবাদ করা ক্ষেতে ব্রি-২৮ জাতের ধানের শিষ অন্তত ১৫ দিন আগেই বের হয়ে আসে। তখনই বীজে ভেজালের বিষয়টি নজরে পড়ে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ঋতুরাজ সরকার বলেন, ক্ষেতের ২৫ শতাংশ ধান অন্য জাতের হওয়ায় কৃষকরা বীজ উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ভেজাল বীজের কারণে কৃষকরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন। গত বুধবার ক্ষতিপূরণ চেয়ে জেলা বিএডিসির বীজ বিপণন উপপরিচালককে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

যশোর জেলা বিএডিসির (বীজ বিপণন) উপপরিচালক খোরশেদ আলম বলেন, কেশবপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ঋতুরাজ সরকারের দেওয়া চিঠি পেয়েছেন। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর গাজীপুরের ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি দলের সদস্যরা সরেজমিন যশোর এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তাদের প্রতিবেদনের পরই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

কেশবপুর

■ বিএডিসির ব্রি-৬৩ জাতের ধান আবাদ

■ ২৫ শতাংশ জমিতে অন্য জাতের ধান শনাক্ত

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ২৩-০৪-২০২২ (পৃঃ ০৬)

তালায় বোরো খেতে ব্লাস্ট রোগ

■ তালা (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

তালায় বোরো খেতে নেক ব্লাস্ট রোগের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন কৃষকরা। এতে ধানখেত এক রাতেই সাদা হয়ে যাচ্ছে। কৃষকদের অভিযোগ, দফায় দফায় বিভিন্ন কোম্পানির কীটনাশক প্রয়োগ করেও সুফল মিলছে না। ধান পাকার আগ মুহূর্তে এভাবে ধানখেত নষ্ট হওয়ায় শঙ্কিত তারা। কৃষি বিভাগ বলছে, এ রোগকে নেক ব্লাস্ট (ধানের গলাপচা) রোগ বলা হয়। দিনে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও ভ্যাপসা গরম, রাতে ঠান্ডা ও কুয়াশার কারণে খেতে নেক ব্লাস্ট রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এ সময় কৃষকদের সচেতন ও সঠিক মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগের পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে তালায় ১৯ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। উপজেলার লক্ষণপুর গ্রামের আব্দুর রহমান, মতিয়ার রহমান ও কলিয়ার আবু জাফর বলেন, দানা পুষ্ট হওয়ার আগমুহূর্তে ধানগাছের ডগা সোনালি হয়ে যাচ্ছে। এ ছত্রাক দ্রুত ছড়াচ্ছে বলে ওষুধ দিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না। এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাজিরা খাতুন জানান, ব্রি-২৮ জাতের ধানে ব্লাস্টের আক্রমণ বেশি। কৃষকদের এ জাতের ধান চাষ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ধানের পোকা দমনে কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে সব সময় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Date: 22-04-2022 (Page:B1)

High-yielding rice varieties discovered

- BRRI dhan 93, 94 and 95 are preferable in north Bangladesh
- BRRI dhan87 is the best performer all over the country
- BRRI dhan88, 96 and 92 are the best performers in Boro season

PHOTO COLLECTED

ANM Mohibub Uz Zaman

Researchers have found new varieties of rice with higher yields, which they say will bring smiles to the farmers and make the country's food basket stronger.

They have identified nine varieties of high-yielding rice and are advising the farmers to cultivate those in two key seasons - Boro and Aman.

The varieties of BRRI dhan88, BRRI dhan96 and BRRI dhan92 are the best performers during the Boro season, according to the researchers who have run a three-year rigorous farm-trial to get the results.

For the T-Aman, the IR13F441 line and BRRI dhan79 may perform well in a flash flood-prone environment, according to the findings.

BRRI dhan93, BRRI dhan94, and BRRI dhan95 are highly preferable in the northern part of Bangladesh as an alternative to the Indian rice variety Swarna while BRRI dhan87 is the highest-yielding variety all over the country.

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) director general Dr Shahjahan Kabir told the Daily Sun that these varieties would definitely increase the yields and profits for the farmers.

"Developing better rice varieties is important for the national food basket. The next step is to make these varieties available to farmers across the country," he said.

Bangladesh is currently the third-largest producer of rice in the world with the production of 3.87 crore tonnes of rice in FY 2020-21.

These rice varieties were identified after researchers conducted several Head to Head Adaptive Trials (HHATs) for three years in different locations across the country.

During these trials, newly-developed varieties, benchmark varieties, and farmer-grown varieties are planted together in one plot to compare their performance closely, said Dr Swati Nayak, International Rice Research Institute (IRRI) Scientist & South Asia Lead - Seed System and Product Management.

"The research also identifies promising varieties and how they adapt in the various target environments. During these trials, researchers collect feedback about the varieties from farmers and extension personnel," he said.

"Currently, rice varieties are being developed keeping in mind the regions where they are grown. Our study shows if the newer varieties are up to the mark or whether it needs further development for the betterment of the farmers and the country," said the scientist.

These trials also generate curiosity, knowledge, and demand for new and better-performing varieties through the demonstrated impacts in the field.

The findings also showed that BRRI dhan28 gave the lowest yield, having the highest pest incidence which should be replaced immediately.

Meanwhile, BRRI dhan29 produced a competitive yield along with BRRI dhan89. However, it was infected by neck blast disease in some locations.

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ২২-০৪-২০২২ (পৃঃ ০১,০২)

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবন করে উচ্চ জিংকসমৃদ্ধ এক জাতের ধান, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু ধান ১০০'। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই ধান চাষ করা শুরু হয়েছে। পাকতে শুরু করেছে দিনাজপুরের বিরলের পলাশবাড়ী ইউনিয়নের বড় বৈদ্যনাথপুর গ্রামের মতিউর রহমানের জমির ধান।

ছবি : এমদাদুল হক মিলন

কৃষকের মাঠজুড়ে জিংকসমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু ধান-১০০

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বাগেরহাটের ইউসুফ মোল্লা, দিনাজপুরের মতিউর রহমান, বান্দরবানের উমেচিং মারমাসহ দেশের ৬৯ জেলায় এবার পরীক্ষামূলকভাবে বঙ্গবন্ধু ধান-১০০ চাষ হয়েছে। কোথাও এই ধান মাঠে দোল খাচ্ছে, কোথাও কোথাও উঠে গেছে চাষির গোলায়।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবন করে বঙ্গবন্ধু ধান-১০০। এই জাতটি উচ্চ জিংকসমৃদ্ধ। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) তত্ত্বাবধানে এই ধানের চাষ করা হয়েছে। এসব প্রদর্শনী মাঠ থেকে আবার বীজ সংগ্রহ করে আরো ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেওয়া হবে এই ধান।

▸▸ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষামূলক এই ধান চাষ করা চাষিদের মধ্যে এগিয়ে রয়েছেন বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার খুড়িয়াখালী গ্রামের চাষি ইউসুফ মোল্লা। তাঁর ক্ষেতের ধান পাকায় এরই মধ্যে কেটে সংগ্রহ করা হয়েছে। ৮০ শতক জমিতে ৫০ মণ ধান পেয়েছেন তিনি। ইউসুফ মোল্লা বলেন, তাঁর খরচ হয়েছে মাত্র ১০ হাজার টাকা।

আরেক সফল চাষি দিনাজপুরের বিরল উপজেলার মতিউর রহমান। উপজেলার পলাশবাড়ী ইউনিয়নের বড় বৈদ্যনাথপুর গ্রামের এই চাষি প্রথম বছরেই ৫০ একর জমিতে বঙ্গবন্ধু ধান চাষ করেছেন। ক্ষেত ভরে গেছে ধানের ছড়ায়। হাসি ফুটেছে মতিউরের চোখেমুখে।

এই ধান চাষ হয়েছে পার্বত্য জেলা বান্দরবানেও। বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলা ইউনিয়নের উদালবনিয়াপাড়ায় উমেচিং মারমার তিন বিঘা জমিতে এখন দোল দিচ্ছে সেই ধান। আগামী সপ্তাহে ধান কেটে ঘরে তুলতে পারবেন এই চাষি।

ব্রির গবেষকদের মতে, বঙ্গবন্ধু ধান ১৪৫ থেকে ১৪৮ দিনের মধ্যে হেক্টরপ্রতি ৭.৮ টন উৎপাদন সম্ভব। এই ধানের চাল মাঝারি চিকন ও সাদা। এতে জিংকের পরিমাণ রয়েছে প্রতি কেজিতে ২৫.৭ মিলিগ্রাম, যা জিংকের অভাব পূরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া চালের অ্যামাইলোজ ২৬.৮ শতাংশ ও প্রোটিন ৭.৮ শতাংশ। এ ধান নাজিরশাইল বা জিরা ধানের দানার মতো। চালের গুণগত মান অত্যন্ত ভালো এবং ভাত ঝরঝরে।

গত সোমবার দিনাজপুরের চাষি মতিউরের জমিতে গিয়ে দেখা যায়, ধানগাছগুলো বাতাসে দুলছে। ছড়াগুলো নুয়ে পড়ছে। মতিউর জানান, তাঁর ক্ষেতে বঙ্গবন্ধু ধানের ভালো ফলন হয়েছে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে এই ধান কেটে মাড়াই করে ঘরে তোলা যাবে।

নতুন ধান চাষ সম্পর্কে চাষি মতিউর রহমান বলেন, 'নয়া জাতের বঙ্গবন্ধু ধান আবাদে ১০ থেকে ১৪ দিন সময় কম নাগে। সার ও টিকনাশকও কম দিবার নাগে। ফলনও বেশি হবি। অইন্য ধানের তুলনায় দু-এক সপ্তাহ আগত ধান কাটা যায়। ঝড়বৃষ্টিত ফসল নষ্টও কম হয়। সময় বাঁচে, খরচ বাঁচেছে।'

চাষি মতিউর জানান, উত্তরাঞ্চলে শীত বেশি হওয়ায় অন্যান্য জাতের ধানের বীজ বপনের পর ঘন কুয়াশায় অনেক চারা নষ্ট হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু জাতের বীজ বপনের পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রোপণ করতে পারায় চারা নষ্ট হয় না বললেই চলে।

বিএডিসি দিনাজপুর কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্সের উপপরিচালক মো. কামরুজ্জামান সরকার জানান, বঙ্গবন্ধু ধানের ফ্লাগ লিড ভালো থাকায় ফলন ভালো হয়। অন্যান্য ধানে ফ্লাগ লিড কম থাকায় চিটা বেশি হয়। বঙ্গবন্ধু ধান ১৪৫ থেকে ১৪৮ দিনের মধ্যে উৎপাদন পর্যায়ে যায়; যেখানে অন্যান্য ধানে প্রায় ১৬০ দিন লাগে।

গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ লিয়াজোঁ কর্মকর্তা এম আব্দুল মোমিন গত সোমবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ব্রি উদ্ভাবিত ধান বঙ্গবন্ধু ১০০ জাতটি গত বছরের জুলাইয়ে রিলিজ করা হয়। বীজ তৈরির লক্ষ্যে বিএডিসির মাধ্যমে দেশের সব জেলায় চাষের জন্য ১২ টন বীজ দেওয়া হয়েছিল। প্রদর্শনী প্লট করার জন্য কৃষকদের মাঠ পর্যায়ে পাঁচ কেজি করে বীজ দেওয়া হয়েছিল। সব জায়গা থেকে ভালো ফলনের খবর আসছে।'

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার হরিশ্বর কালোয়া গ্রাম, মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ পৌরসভার কামারগাঁও গ্রাম, ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার ধোপাঘাট, ফুলপুর উপজেলার ইমাদপুর, নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার গুহিয়ালা গ্রামে, চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন উপজেলায় ১২ জন কৃষকের ক্ষেতে এবং শেরপুর জেলার পাঁচ উপজেলার ২০টি প্লটে এই ধান চাষ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

(প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা)